23

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 12 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ছাত্রভর্তির অধিকার

দুশ্চিন্তা বা টেনশন না বলে যুদ্ধ বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। কিন্ডারগার্টেন হোক কিংবা দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয় বা ঐ স্তরের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক, একজন শিক্ষার্থীর ভর্তি হতে পারা মানেই তার এবং তার অভিভাবকদের একেবারে একটা যুদ্ধজয় করে ফেলা। যুদ্ধজয়ের মতোই আনন্দ, শান্তি এবং স্বস্তিলাভ। দিন দিন অবস্থাটা হয়ে উঠছে ভয়ঙ্করভাবেই সঙ্গীন। অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠছে ভর্তি সমস্যাটা। একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সর্বস্তরেই। বৃহস্পতিবারের অনেক আগেই রাজধানীর ভিকারুন্নেসা নুন হাইস্কুলসহ অনেক, বিশেষ করে, নাম করা সব বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে এখন শেষ হওয়ার পথে। ভর্তি পরীক্ষার সময় স্কুলের বাইরে অপেক্ষমাণ উৎকণ্ঠিত অভিভাবকদের ছবি ছাপা হয়েছে পত্রপত্রিকায়। ছবি দেখে হঠাৎ মনে হয়েছে বিশাল জনসভার ছবি। তা থেকেই ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের ভিড় যে কী পরিমাণ বেড়ে গেছে, অভিভাবকদের উদ্বেগ যে কতদূর বেড়েছে, তা কিছুটা আঁচ করা যায়। বৃহস্পতিবার থেকে তিন গ্রুপে প্রতিদিন ৮টি করে রাজধানীর ২৪টি সরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে এবং বেশিরভাগ সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের ভর্তি চলতি সপ্তাহেই শেষ হয়ে যাবে। রাজধানীতে বেসরকারী স্কুল রয়েছে ৩১৮টি। বস্তুত প্রতিবারই বছরের শেষদিকে নবেম্বর মাস থেকে জানুয়ারির প্রায় তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত মাস দু'য়েক রাজধানীসহ দেশের সর্বত্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে এবং কলেজে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের ও সেইসঙ্গে তাদের অভিভাবকদের হয়রানির একশেষ ও একেবারে নাস্তানাবুদই হতে হয়। হয়রানি আছে নানান ধরনের। যেমন, ভর্তির ফরম কেনা, ভর্তির জন্য তদবির করা, ভর্তি পরীক্ষার জন্য গৃহশিক্ষক রেখে কিংবা কোচিং সেন্টারে গিয়ে শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা, ভাল স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য বেশ চড়া ও নির্ধারিত অঙ্কের একরকম বাধ্যতামূলক ডোনেশন দেয়া ইত্যাদি। নামকরা বেসরকারী স্কুলগুলোয় কোন কোনটিতে ভর্তি-ফরমের দাম ১০০ টাকাও ধার্য করা হয়ে থাকে। সরকারী স্কুলগুলোয় ভর্তিকে ফরমের দাম অবশ্য ৩০ টাকা। ভর্তির জন্য চাপ দিন-দিন কীরকম বেড়ে চলেছে, দু'য়েকটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। যেমন, বুধবারের জনকণ্ঠের তথ্য অনুযায়ী, হলিক্রস স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে এক শ' আসনের জন্য ফরম বিক্রি হয়েছে প্রায় দু'হাজার। ভিকারুন্নেসা স্কুলেও প্রথম শ্রেণীতে প্রায় এক শ' আসনের জন্য আবেদন করেছে প্রায় দেড় হাজার ছাত্রছাত্রী। তদবিরের ব্যাপারটায় বলতে গেলে কোন নিয়মনীতিরই বালাই থাকেনা। সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি কিংবা অর্থবিত্তের জোর খাটাবার যার যতটা সুযোগ থাকে, সন্তানকে স্কুল-কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে তার সবটুকুরই সদ্ব্যবহার করতে কেউই কসুর করেনা। বস্তুত অভিভাবকদের চরম অসহায় ও বিপন্ন অবস্থাই ফুটে ওঠে এসব তদবিরের মধ্য দিয়ে এবং বহুক্ষেত্রেই তদবিরে কাজও হয়। ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে এসব তদবির অনেক সময় অবাঞ্ছিত প্রভাবও বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আর, তার ফলে, ভর্তির বেলায় পরীক্ষার্থীর যোগ্যতার চুলচেরা বিচার ক্ষেত্রবিশেষে উপেক্ষিতও হয়। অপেক্ষাকৃত কম অযোগ্য পরীক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেয়ে যায়, অন্যদিকে সত্যিকার যোগ্য পরীক্ষার্থী ভর্তি হতে পারেনা। এটা অনস্বীকার্য এক রূঢ় বাস্তবতাও। বহু স্কুলে বাধ্যতামূলক ডোনেশন চালু থাকার ফলেও অনুরূপ অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। ডোনেশন যোগানোর মতো আর্থিক সামর্থ্যের অভাবের কারণেই ক্ষেত্রবিশেষে যোগ্য পরীক্ষার্থী ভর্তি হতে পারেনা। আবার প্লে গ্রুপ ও কেজি শ্রেণীর স্কুল থেকে বহু বেসরকারী প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ভর্তি ফী, মাসিক বেতন, বইপত্র ও আনুষঙ্গিক খরচের টাকা এবং অনেকক্ষেত্রে তার ওপর চাপানো ডোনেশনের বাধ্যতামূলক টাকা, এই সমস্তকিছু যোগান দিয়ে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোটাই বহু অভিভাবকের জন্য ক্রমশ আরও দুরূহ হয়ে উঠছে। কোনরকমে ভর্তি করানোর মধ্যেই লেখাপড়া শেখানোর সমস্যাটির চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যায় না।

তবে, আগের সমস্যার কথা ভাবতে হবে আগেই। সেটা হচ্ছে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সমস্যা। এবার ইংরেজী নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে দেশের ৩০৫ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'ডবল শিফট' চালু হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান এই শিফট বাড়ানোর মধ্যে ঠিক নেই। সমাধান বরং বহুলাংশেই নিহিত রয়েছে সরকারী এবং বেসরকারী, নামী-দামী এবং অখ্যাত স্কুল-কলেজগুলোর মধ্যকার সবরকম ব্যবধান দূর করার মধ্যেই। সরকারী, বেসরকারী, প্রাথমিক-মাধ্যমিক নির্বিশেষে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পর্যায়ক্রমে সমান মান ও দক্ষতাসম্পন্ন, সমান সুযোগ-সুবিধা সংবলিত এবং শিক্ষক ও শিক্ষাসরঞ্জামের দিক থেকে সমভাবে সুসজ্জিত করে তুলতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই ভর্তিসঙ্কট অনেকটাই দূর করা সম্ভব হবে। নামী-দামী স্কুল-কলেজে ভর্তি করানোর সহজাত প্রবণতা থেকেই ভর্তি সমস্যা কিছুটা কৃত্রিম আকারেই ভয়াবহ এক রূপ নিয়ে ফেলছে। সব অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরই কাম্য হচ্ছে পরীক্ষায় ভাল ফল করে সুশিক্ষা লাভ। এইসঙ্গে ভর্তির ও শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় হ্রাসের দিকেও সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই দৃষ্টি দিতে হবে। সারা দেশে পাড়ায়-মহল্লায় বেসরকারী উদ্যোগে কিন্ডারগার্টেন, টিউটোরিয়াল হোম, কোচিং সেন্টার, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আশাব্যঞ্জক সংখ্যাবৃদ্ধি ভর্তিসমস্যা লাঘবের ক্ষেত্রে কিন্তু বাস্তব ও আশাব্যঞ্জক কোন অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। তবু ঐ সংখ্যাবৃদ্ধিকে আমরা ইতিবাচক দৃষ্টিতেই দেখতে চাই। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার প্রতি দেশবাসীর সর্বস্তরে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ সৃষ্টির একটা প্রতিফলন ঘটছে। তবে, সেই আগ্রহকে যথাযথভাবে ধরে রাখা, তার মূল্য দেয়া এবং সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত তা পূরণ হতে দেয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা শিক্ষা বিভাগ ও সরকারের ঐকান্তিক কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। শিক্ষার অধিকার হচ্ছে মানুষের একটি মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। আমাদের কষ্টার্জিত গণতন্ত্রকে ফলপ্রসূ করতে হলে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে সমানভাবে সেঅধিকার ভোগ করতে দিতে হবে। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সর্বস্তরে দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর ভর্তি হওয়ার সুযোগ অবাধ ও সহজলভ্য করার মধ্য দিয়ে নাগরিকদের ঐ মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার বাস্তব পদক্ষেপ অচিরেই সূচিত হবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।